তারিখ ... 27 JUL 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৩ ...

প্রথম আলো

সাংসদদের চাপে নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অনুমোদন দিতে হয়

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

সাংসদদের চাপের মুখে নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অনুমোদন দিতে হয় বলে সংসদকে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। গতকাল মঙ্গলবার সংসদে এক প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী এ কথা বলেন।

আ খ ম জাহাঙ্গীর হোসাইনের এ-সম্পর্কিত সম্পূরক প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'সাংসদেরা অনুরোধ করেন বলে আমাদের নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অনুমোদন দিতে হয়। এককথায় সাংসদদের চাপে নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান করার অনুমতি দিতে হয়। আমরা সেই সময় বলে দিই অনুমতি দিচ্ছি, তবে বেতন দিতে পারব না। যদিও আমরা নৈতিকভাবে বেতন দিতে বাধ্য।'

শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, 'এবার যারা এসএসসি পাস করেছে, তাদের সবাই ভর্তি হওয়ার পরও সারা দেশের সাত লাখ আসন ফাঁকা আছে। বোঝেন তাহলে কী পরিমাণ কলেজ আমরা খুলেছি। ৪৮টি প্রতিষ্ঠানে একজন ছাত্রও ভর্তির আবেদন করেনি। ৭০০ প্রতিষ্ঠানে এক-দুজন করে আবেদন করেছে। তবু নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অনুমতি এবং শিক্ষকদের বেতন দেওয়ার বিষয়টি সমন্বয় করতে নতুন আইন করা হবে।'

সংসদে প্রশ্নোত্তর

জেবুন্নেসা আফরোজের প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আগামী বাজেটে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ সাপেক্ষে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।

সোহরাব উদ্দিনের প্রশ্নের জবাবে নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, কারিগরি শিক্ষার প্রসারে সরকার প্রতিটি উপজেলায় একটি করে কারিগরি বিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ইতিমধ্যে ১০০টি উপজেলায় বিদ্যালয় স্থাপনের কাজ শুরু হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে ৩৮৯টি উপজেলায় একটি করে কারিগরি বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় স্থাপনের প্রকল্প শিগগির পরিকল্পনা কমিশনে পাঠানো হবে।

এম আবদুল লতিফের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, সম্প্রতি দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় একটি চক্র জালিয়াতির মাধ্যমে ভুয়া ও অযোগ্য শিক্ষার্থী ভর্তির অপচেষ্টা করেছে। জালিয়াতির কারণে অনেকের ছাত্রত্ব বাতিল করা হয়েছে। অনেককে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। পরীক্ষার কক্ষে মুঠোফোনসহ অন্যান্য ইলেকট্রনিক যন্ত্রের ব্যবহার নিষিদ্ধ করার পর ভুয়া শিক্ষার্থী ভর্তি অনেকাংশে রোধ করা সম্ভব হয়েছে।